



বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প

আলোচ্য বিষয়াবলি

- বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি লোকশিল্প; • পট; • নকশিকাঁথা; • বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি কারুশিল্প; • কাঠের বেড়া ও পালঙ্ক;
- বাংলাদেশে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ব্যবহারিক ক্ষেত্রসমূহ।

অধ্যায়ের শিখনফল

অধ্যায়টি অনুশীলন করে আমি যা জানতে পারব—

- বাংলাদেশের লোকশিল্পের উদাহরণ হিসেবে আলপনার বর্ণনা দিতে পারব।
- আলপনার উপকরণ ও করণকৌশলের বর্ণনা দিতে পারব।
- সরাচিত্রের উদাহরণ হিসেবে লক্ষ্মীসরার বর্ণনা দিতে পারব।
- পট সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারব।
- গাজীর পটের ব্যবহারিক দিক বর্ণনা করতে পারব।
- কালীঘাটের পট ও চক্ষুদান পটের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারব।
- পোড়ামাটির ফলকচিত্র বা টেরাকাটা সম্পর্কে বলতে পারব।
- কারুশিল্প হিসেবে রিকশার বর্ণনা দিতে পারব।
- কারুশিল্পের নির্দশন হিসেবে নৌকার বিবরণ দিতে পারব।
- কাঠের তৈরি অলংকৃত দরজা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারব।
- জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকশিল্পের ব্যবহারের বিবরণ দিতে পারব।

শিখন অর্জন যাচাই

- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান লোকশিল্পের নাম শিখতে পারব।
- বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান লোকশিল্প আলপনা আঁকার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারব।
- লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ব্যবহারিক ক্ষেত্র সম্পর্কে জানতে পারব।
- লোকশিল্প ও কারুশিল্পের নামের তালিকা করে পোস্টার তৈরি করতে পারব।

শিখন সহায়ক উপকরণ

- বিভিন্ন উৎসবে আলপনার ছবি বা ভিডিও চিত্র।
- সরাচিত্রের ছবি/ভিডিও চিত্র।
- পটের ছবি/ভিডিও চিত্র।
- রিকশার ছবি/ভিডিও চিত্র।



অনুশীলন



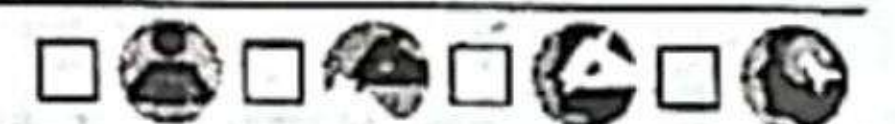
সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সাধারণ ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে সাধারণ প্রশ্ন, বহুনির্বাচনি ও অনুশীলনমূলক কাজ— এ তিনটি অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে। সাধারণ ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ডরাট কর :

১. 'আলপনা' বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কী শিল্প?
 (ক) কারুশিল্প (●) লোকশিল্প
 (গ) কুটিরশিল্প (ঘ) দারুশিল্প
২. চৌকপটের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে কোনটি?
 (ক) গাজীরপট (গ) চক্ষুদানপট
 (●) কালীঘাটের পট (ঘ) খীশুপট
৩. কোন অঞ্চলের নকশিকাঁথা শীর্ষস্থানীয়?
 (ক) রাজশাহী (গ) ফরিদপুর
 (●) যশোর (ঘ) চট্টগ্রাম
৪. বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন পোড়ামাটির ফলকচিত্রের নির্দশন পাওয়া গেছে কোথায়?
 (●) বগুড়ার মহাস্থানগড়ে
 (গ) কুমিল্লার ময়নামতিতে
 (গ) দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরে
 (ঘ) রাজশাহীর বাঘা মসজিদে
৫. কাঠের তৈরি বেড়া ও খাট-পালঙ্ক বাংলাদেশের অতিপ্রাচীন—
 (ক) লোকশিল্প (গ) হস্তশিল্প
 (গ) কুটিরশিল্প (●) কারুশিল্প

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নোত্তর

- প্রশ্ন ১। কারুশিল্প বলতে কী বোঝায়?
 উত্তর : কারুশিল্প বলতে কারুকাজ করা ব্যবহার্য সামগ্রীকে বুঝায়। আমাদের দেশে বহু প্রকার কারুশিল্প আমরা ব্যবহার করি। যেমন— কাশা-পিতলের অনেক জিনিস, নৌকা, রিকশা, খাট-পালঙ্ক, দরজা ইত্যাদি।
- প্রশ্ন ২। কাঠ দিয়ে তৈরি হয় এমন ৫টি কারুশিল্পের নাম লিখ।
 উত্তর : কাঠ দিয়ে তৈরি হয় এমন ৫টি কারুশিল্প হলো—
 ১. কাঠের তৈরি বেড়া
 ২. কাঠের তৈরি খাট
 ৩. কাঠের তৈরি পালঙ্ক
 ৪. কাঠের তৈরি অলংকৃত দরজা
 ৫. কাঠের তৈরি নৌকা।
- প্রশ্ন ৩। প্রতিদিন আমরা নানারকম কারুশিল্প ব্যবহার করি— সুনির্দিষ্ট উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।
 উত্তর : ব্যবহারিক বিভিন্ন সামগ্রী বা বস্তুকে অলংকৃত করা হলেই সেটা হয় কারুশিল্প। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, সমস্ত কারুশিল্পই আমাদের ব্যবহারিক কাজে লাগে। যেমন— বাঁশ, বেত ও কাঠের তৈরি কারুকর্মময় বিভিন্ন আসবাব আমাদের গৃহের সৌন্দর্য যেমন বাড়ায়, তেমনি এগুলো আমাদের শোয়া, বসা, জামাকাপড় সংরক্ষণ, খাবার রাখা থেকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়। মাটির তৈরি কারুকর্মময়

বিভিন্ন হাঁড়ি, পাতিল ও বাসন-কোসন গ্রামের সাধারণ মানুষের ঘর সংসারের প্রধান উপকরণ। আবার তামা, কাঁসা ও পিতলের তৈরি বিভিন্ন নকশা করা তৈজসপত্রও আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। সুন্দর অলংকার ও শাড়ি বাংলাদেশের মেয়েদের নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী। নকশা করা খাট, পালঙ্ক, দরজা, আলমারি এসব যেমন আমাদের সুরুচির পরিচয় দেয়, তেমনি কারুকলা এসব সামগ্রী সৌন্দর্যের ব্যাতিও অর্জন করেছে। সুতরাং এ কথা বলা যায়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য সামগ্রীর মধ্যে কারুশিল্পের অবদান অনেক বেশি।

প্রশ্ন ৪। কারুকাজখচিত আসবাবপত্র ও গয়না আমাদের অধিক পছন্দনীয় কেন?

উত্তর : আমাদের ব্যবহার্য সামগ্রীর মধ্যে কারুকাজ খচিত আসবাবপত্র সবার পছন্দ। বাঁশ, বেত ও কাঠের তৈরি কারুকর্মময় বিভিন্ন আসবাব আমাদের গৃহের সৌন্দর্য যেমন বাড়ায়, তেমনি এগুলো আমাদের শোয়া বসা, জামা-কাপড় রাখা থেকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। আবার সুন্দর অলংকার ও গয়না বাংলাদেশের মেয়েদের নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী। সাধারণত বাংলার মেয়েরা মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গে গয়না ব্যবহার করে থাকে। এসব ব্যবহার্য গয়নায় সুন্দর শিল্পকর্ম করে সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলা হয়। যার কারণে গয়না সামগ্রীর প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় কারুকাজ খচিত আসবাবপত্র ও গয়না আমাদের সুরুচির পরিচয় বহনের পাশাপাশি নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যার কারণে এসব সামগ্রী আমাদের অধিক পছন্দনীয়।

প্রশ্ন ৫। বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করে নকশাকাঁথা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর : নকশাকাঁথা বাংলাদেশের লোকশিল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় নিদর্শন। শীতকালে গায়ে দেওয়ার জন্য কাপড় কয়েক পরত একসঙ্গে সাজিয়ে কাঁথা সেলাই করা হয়। এর মধ্যে কিছু কাঁথা তৈরি করা হয় নানা রঙের সুতায়, নানা রকম নকশা করে। অনেক নকশা দিয়ে যে কাঁথা তৈরি করা হয় সেটাই হলো নকশাকাঁথা।

ব্যবহারিক দিক থেকে নকশাকাঁথাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যেমন— সুজনিপেড়ে, লেপ কাঁথা, চানরকাঁথা, জায়নামাজ কাঁথা, আসন কাঁথা, পালকির কাঁথা, বুমালা কাঁথা ইত্যাদি। বাংলাদেশে নকশাকাঁথা সেলাইয়ের দুটি মূলধারা বা রীতি আছে। তার একটি হলো মশোর রীতি এবং অন্যটি হলো রাজশাহী রীতি। তাছাড়াও চট্টগ্রাম, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও নকশাকাঁথার উল্লেখযোগ্য ধারা আছে। যশোর অঞ্চলের নকশাকাঁথা বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানে অবস্থান করছে। নকশাকাঁথা সাধারণত নিজেদের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হতো। তবে এখন গ্রামীণ মেলা, শহরের কারুশিল্পের দোকান এবং বিদেশের বাজারেও নকশাকাঁথা বিক্রি করা হয়।

অতীতের ঐতিহ্য ও কারুশিল্পের দোকানগুলোতে খুবই গুরুত্বের সাথে নকশাকাঁথা বেচাকেনা হয়। এমনকি বিদেশের বাজারেও এ কাঁথার যথেষ্ট কদর রয়েছে।

প্রশ্ন ৬। বাংলাদেশের জনপ্রিয় বাহন ও সুন্দর কারুশিল্প রিকশা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর : বাংলাদেশের সুন্দর কারুশিল্প হিসেবে রিকশা দেশে ও বিদেশে ব্যাতি অর্জন করেছে। তিন চাকাবিশিষ্ট রিকশা চেহারা ও আকৃতির দিক থেকে একটি শিল্পকর্ম। তদুপরি বাঁশ, মাস্টিক ও কাপড় দিয়ে ফুল, পাতা, পাখির নকশা কেটে সেলাই করে রিকশাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হয়। রিকশার হ্যাভেলের দু'পাশে কখনও কখনও দুটি ফুলদানি স্থাপন করে তাতে মাস্টিকের ফুল লাগানো হয়। এতে রিকশার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আবার রিকশার হুডের চারপাশে রঙিন খুনখুনি ঝুলিয়ে সাজানো হয়। এতে করে রিকশা চলার সময় খুনখুনির ছন্দময় শব্দ হয়। প্রতিটি রিকশার সিটের পেছন দিকে সুন্দর ছবি একে লাগিয়ে দেয়া হয়। সব মিলিয়ে রিকশা বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় বাহন এবং সুন্দর ও আকর্ষণীয় কারুশিল্প।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। কারুশিল্পের সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবন একসূত্রে বাঁধা—কথাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : আমাদের নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিসের সৌন্দর্য আরোপের জন্য এসবের গায়ে আঁচড় কেটে বা খোদাই করে ছবি বা নকশা করা হয়। কারুকাজ করা এসব ব্যবহার্য সামগ্রীকে কারুশিল্প বলে। এদেশে বিভিন্ন ধরনের কারুশিল্প রয়েছে। যেগুলো আমরা প্রতিদিন কোনো না কোনো কাজে ব্যবহার করে থাকি। এগুলোর মধ্যে বাঁশ, বেত ও কাঠের তৈরি কারুশিল্প বিখ্যাত। এসব সামগ্রী দেখতে যেমন সুন্দর ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তেমনি মজবুত ও শক্ত। যার কারণে এগুলো সহজেই ভেঙে বা নষ্ট হয়ে যায় না। এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের কারণেই কারুকাজ খচিত সামগ্রী সবাই পছন্দ করে। এগুলো আমাদের রুচিবোধের পাশাপাশি সৌখিনতার পরিচয় বহন করে। আবার তামা, কাঁসা ও পিতলের তৈরি বিভিন্ন নকশা করা তৈজসপত্রও আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। সুন্দর অলংকার ও শাড়ি বাংলাদেশের মেয়েদের নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী। তাছাড়া আমাদের নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিস যেমন— দা, কুড়াল, খতা, কাঁচি, যাঁতী, লাঙ্গালের ফলা, হাড়ি, পাতিল, কলসি, মটকা, তামা, কাঁসা-পিতলের অনেক জিনিস ইত্যাদিতে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আঁচড় কেটে, খোদাই করে, কখনোবা আলাদা করে লাগিয়ে লতা, পাতা, ফুল, পাখি, জীবজন্তু ইত্যাদির নকশা আঁকা হয়। এ ধরনের কারুকাজ আমাদের মুগ্ধ করে এবং আনন্দ দেয়। আরও কিছু কারুকাজের কথা উল্লেখ করা যায় যেমন— রিকশা, নৌকা, পালকি ইত্যাদি। এগুলোতে বিভিন্ন ধরনের নকশা এবং কারুকাজ আমাদেরকে বিমোহিত করে। সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কারুশিল্প ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় কারুশিল্পের সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবন একসূত্রে বাঁধা।

প্রশ্ন ২। লোকশিল্প ও কারুশিল্প ব্যবহারের বিষয়ে তোমরা কীভাবে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করবে?

উত্তর : পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের গুরুত্ব অনেক বেশি। বাংলাদেশের লোকশিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে মাটি, কাঠ ও কাপড়ের তৈরি নানারকম রঙিন খেলনা। বিশেষ করে গ্রাম-গঞ্জের শিশুরা এসব মন ভোলানো খেলনা দিয়েই তাদের রঙিন শৈশব পার করে। লোকশিল্পের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ও বহুল ব্যবহৃত উপাদানটি নকশাকাঁথা। মনোরম এই শিল্পটি শিল্পগুণ ও মানে যেমন সেরা তেমনি গ্রামেগঞ্জে এমনকি শহরেও সমানভাবে এর ব্যবহার হয়। এমনকি দেশের বাইরেও এর জনপ্রিয়তা ও চাহিদা আছে। বর্ষবরণ, পূজা, বিয়ে, জন্মদিন, গায়ে হলুদ, শহিদ দিবসসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলপনা ও দেয়ালচিত্রের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। এগুলো অনুষ্ঠানকে জাঁকজমকপূর্ণ ও রঙিন করে তোলে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বাসা-বাড়িতে টেরাকোটার সৌখিন ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। তাই আমরা বলতে পারি যে, লোকশিল্প শুধুমাত্র একটি শিল্প মাধ্যম নয় বরং এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী ও গৌরবময় লোকশিল্পের সম্প্রসারণে আমরা অধিক যত্নবান হব। আমাদের জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার জন্য লোকশিল্পের ভূমিকা ব্যাপক।

লোকশিল্পের মতো কারুশিল্পও আমাদের জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা জানি যে, ব্যবহারিক বিভিন্ন সামগ্রী বা বস্তুকে অলঙ্কৃত করা হলেই সেটা হয় কারুশিল্প। যেমন— বাঁশ, বেত ও কাঠের তৈরি কারুকর্মময় বিভিন্ন আসবাব আমাদের গৃহের সৌন্দর্য যেমন বাড়ায়, তেমনি এগুলো আমাদের শোয়া, বসা, জামা-কাপড় রাখা থেকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। আবার তামা, কাঁসা ও পিতলের তৈরি বিভিন্ন নকশা করা তৈজসপত্রও আমরা বিভিন্ন কাজে

ব্যবহার করি। সুন্দর অলংকার ও শাড়ি বাংলাদেশের মেয়েদের নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী। নকশা করা খাট, পালঙ্ক, দরজা, আলমারি, এসব যেমন আমাদের সুরচির পরিচয় দেয় তেমনি দৈনন্দিন জীবনে এসবের ব্যবহার অপরিহার্য। তাই বলা যায়, লোকশিল্প ও কারুশিল্প আমাদের জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশ্ন ৩। বাংলাদেশের উন্নয়নে চিত্রকলা কীভাবে ভূমিকা রেখেছে তা উল্লেখ কর।

উত্তর : চিত্রকলা একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। আদিমকাল থেকে মানুষ পরস্পরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে চিত্রকলাকে ব্যবহার করে আসছে। যার কারণে চিত্রকলার গুরুত্ব দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীরা নিজেদের প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছেন। সাধারণত সরকারের বিভিন্ন কাজের জন্য পোস্টার, ফেস্টুন, প্রচারপত্র, প্ল্যাকার্ড তৈরির জন্য চিত্রশিল্পীর প্রয়োজন হয়। আবার বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী সংস্থায় বই পুস্তকের ছবি আঁকায়, খবরের কাগজে, সিনেমাশিল্পে, টেলিভিশনের সেট নির্মাণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিল্পকর্মে, পোশাকশিল্পে, ওষুধশিল্প ও বিভিন্ন কলকারখানায়, ইনটেরিয়র ডিজাইনসহ বহু স্থাপনাশিল্প সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করে চলেছে এদেশের চিত্রশিল্পীরা। এছাড়া ছবি এঁকে, প্রদর্শনী করে, ডাক্ষরশিল্প তৈরি করেও চিত্রশিল্পীরা উপার্জন করে থাকেন।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বলা যায়, শুধু জীবনযাপনের জন্যই চিত্রশিল্পীরা কাজ করছেন না। একই সঙ্গে সুন্দর ও রুচিশীল জীবনযাপনের জন্য, সংস্কৃতিসমৃদ্ধ সমাজ গঠনে, সর্বোচ্চ বাংলাদেশের উন্নয়নে চিত্রকলা বিশেষ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ৪। পটচিত্র কী? যা জেনেছ তা লেখ।

উত্তর : বাংলাদেশের লোকশিল্পের অন্যতম একটি নির্দশন হচ্ছে পটচিত্র। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে পটচিত্র আঁকা হতো। পট বা কাপড় শব্দ থেকে পট শব্দের উৎপত্তি। জড়ানো পট ও চৌকা পট-এ দুই ধরনের আঁকা হতো। আর এর শিল্পীরা পটুয়া নামে পরিচিত। ছবিগুলো কোনো লোককাহিনী বা ধর্মীয় কাহিনীর চিত্ররূপ। বৃন্দের জীবনী, জাতকের গল্প, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, বেহুলা, লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী, মহররমের কাহিনী, সোনাই-মাধব এরকম বহু বিষয়ের উপর পট আঁকা হতো। পরবর্তীকালে লৌকিক পীর গাজীর জীবনের গল্প, কালুগাজী-চম্পাবতীর গল্প নিয়েও পট আঁকা হয়েছে। এগুলো গাজীর পট নামে খ্যাত। এই পটগুলোর দুপ্রান্তে দুটি কাঠি লাগিয়ে তার সাথে জড়িয়ে রাখা হতো। কাপড়ের ওপর কাগজ লাগিয়ে তার ওপর চিত্র আঁকা হতো। তাছাড়া কাপড়ের ওপর আঠালো রং দিয়েও চিত্র আঁকা হতো। গ্রামে কিছু লোক এই পট নিয়ে ঘুরে ঘুরে পটের গল্প সুন্দর সুর করে বর্ণনা করেন। ছেলে-বুড়ো ও মেয়েরা সবাই ভিড় করে এসব পটের গল্প-কাহিনী শোনে এবং খুব আনন্দ পান। চৌক পট ছোট আকারের কাগজের ওপর আঁকা চিত্র। সাধারণত ১ ফুট লম্বা ও ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি চওড়া হয়। এগুলোর মধ্যে কালীঘাটের পট ছিল বিখ্যাত। মৃত ব্যক্তির স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য চক্ষুদান পট নামে একরকম পট আঁকতেন পটুয়ারা। মৃত ব্যক্তির চক্ষুবিহীন ছবি এঁকে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাতে চোখ এঁকে দেয়া হতো। যাতে করে সে স্বর্গের পথ দেখতে পায়।

অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নের উত্তর শিখি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ৫। বাঙালির উৎসবের সাথে জড়িয়ে আছে আলপনার ইতিহাস-আলোচনা কর।

উত্তর : আলপনা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান লোকশিল্প। বাঙালির বিভিন্ন উৎসবের সাথে জড়িয়ে আছে আলপনা আঁকার ইতিহাস। যেকোনো বাঙালি উৎসব যেমন- নববর্ষের অনুষ্ঠান, জন্মদিন, বিয়ে, গায়ে হলুদ এবং একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনার ও অন্যান্য সড়কে আলপনা আঁকতে দেখা যায়। এটি আমাদের সংস্কৃতির একটি প্রাচীন রীতি। এর উদ্ভব হয়েছিল মূলত প্রাচীন বাঙালি লোকজীবনের ধর্ম ও জাদু বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। বিভিন্ন পূজা ও ব্রত অনুষ্ঠানে আলপনা আঁকা হতো। যেমন- লক্ষ্মীপূজায় গোলাকার আকৃতির আলপনা দেবীর আসন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আলপনায় মোটিফ হিসেবে ব্যবহৃত হয় কঙ্কি। কঙ্কি প্রতীক দিয়ে আলপনা এঁকে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করলে সংসারে সমৃদ্ধি আসবে এ বিশ্বাস থেকে এমন আলপনা আঁকা হতো। অন্যদিকে সাংসারিক জীবনে, যা কিছু আমরা পাওয়ার আশা করি সে আশা পূরণের জন্য ব্রত অনুষ্ঠান করা হতো। এ ব্রতের অনুষ্ঠানে আঁকা হতো আলপনা। চালের গুঁড়া ছিটিয়ে তার উপর আঙুল দিয়ে আঁকনা আঁকার একটি প্রাচীন রীতি ছিল। গতানুগতিকতা ও বাধাধরা কিছু আঁকার আকৃতি আঁকনার একটি বিশেষ দিক হিসেবে গণ্য হতো। বর্তমানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বাধাধরা নিয়মের গাি পেরিয়ে বাঙালির সকল ধর্মের ও মানুষের শুভ অনুষ্ঠানের অংশ হয়ে উঠেছে আলপনা। তাই বলা যায়, অতীত থেকে বর্তমান সকল সময়ে বাঙালির উৎসবের সাথে আলপনা সৃষ্টির ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে।

প্রশ্ন ৬। 'পটচিত্রের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের লোককাহিনী ও ধর্মীয় কাহিনীর চিত্ররূপ'-আলোচনা কর।

উত্তর : বাংলার লোকশিল্পের অন্যতম একটি নিদর্শন হলো পট। পট সাধারণত বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি

করে আঁকা হতো। আর এ পটের চিত্রগুলো আঁকা হতো কোনো লোককাহিনী কিংবা ধর্মীয় কাহিনীর ঘটনা অবলম্বনে। যেমন- বৃন্দের জীবনী, জাতকের গল্প, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী, মহররমের কাহিনী, সোনাই-মাধব ইত্যাদি। পরবর্তীকালে লৌকিক পীর গাজীর জীবনের গল্প, কালুগাজী-চম্পাবতীর কাহিনী নিয়ে পট চিত্র আঁকা হয়েছে যেগুলো গাজীর পট নামে খ্যাত। এ কাহিনীগুলোর ছবি একটা লম্বা পটে পরপর সাজানো থাকতো। এছাড়াও ছোট আকারের কাগজের উপর আঁকা হতো চিত্র, যা চৌক পট নামে খ্যাত ছিল। চৌক পটের চিত্রের দিকে লক্ষ করলেও দেখা যায় তা কোনো না কোনো কাহিনী নিয়ে চিত্রিত। যেমন- কালীঘাটের পট। এ পটে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের লৌকিক জীবন, জীবনযাপনের ভালো-মন্দ দিক, সামাজিক আচার, অনাচার, সংস্কৃতি ইত্যাদি চিত্রায়ন করা হতো। আবার মৃত ব্যক্তির স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য এক ধরনের পট আঁকতেন পটুয়ারা। এ ধরনের পটে পটুয়ারা মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পটে মৃত ব্যক্তির ছবিতে চোখ এঁকে দিতেন। যাতে করে মৃত ব্যক্তিটি স্বর্গের পথ দেখতে পায়। আর এ কাহিনীগুলো অনেকটা ধর্মীয় অনুভূতিশীল কাহিনীর মতোই। তাই বলা যায়, পটের মাধ্যমে ধর্মীয় ও লোককাহিনীর চিত্র চিত্ররূপ পেয়েছে।

প্রশ্ন ৭। 'বাংলাদেশের আদি ও ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প হলো টেরাকোটা'-বর্ণনা কর।

উত্তর : টেরাকোটা (Terracotta) হচ্ছে মাটির পাটাতনের বা ফলকের সমান জমিনের উপর ছবি বা নকশা উঁচু উঁচু হয়ে থাকে এমন রিলিফ ওয়াক যা 'পোড়ামাটির ফলক' নামেও পরিচিত। এগুলোকে কাঁচামাটি দিয়ে তৈরির পর পুড়িয়ে নেওয়া হয় বলে পোড়ামাটির ফলক বলে। এ পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটা বাংলাদেশের আদি ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প এবং খুবই বিখ্যাত। মধ্যযুগের বিভিন্ন ভবন ও স্থাপনাতে বিশেষ করে মসজিদ, মন্দিরের দেয়ালে এর ব্যবহার আমরা দেখতে